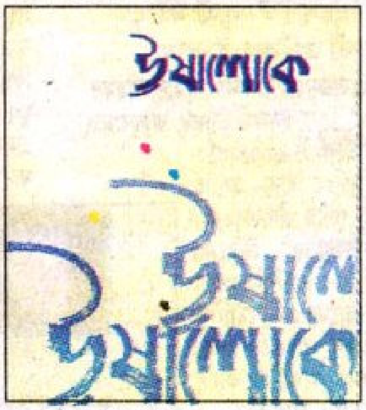

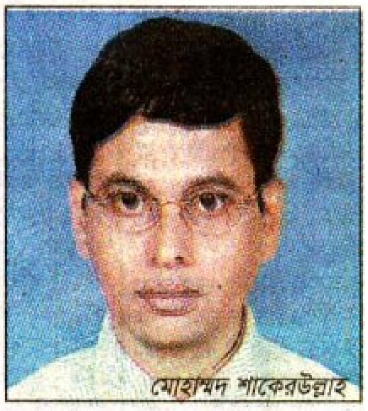
মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ

উষালোকে তারাশংকর

নাতাশা নন্দন

গত কয়েকদিনে একাধিক লিটলম্যাগ হাতে এলো। এর কয়েকটিই উল্লেখ করার মতো। তবে সবচে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে যে পত্রিকাটিকে তার নাম 'উষালোক'। কবি মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহর সম্পাদনায় উষালোকের এটি চতুর্থ সংখ্যা। সংখ্যাটি নিবেদন করা হয়েছে অজেয় কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উষালোকের চৌদ্দ ফর্মার সুবৃহৎ জমিনে তারাশংকরের বিখ্যাত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণের চেষ্টাজাত ফলাফল পাঠককে এটির সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যের সুরুচিবান পাঠকমাত্রই জানেন হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে তারাশংকরের প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার অনেকে আগ বাড়িয়ে এটিকে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবেও উল্লেখ করেন। অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাস রচনায় দক্ষকারিগর তারাশংকর। তার প্রকাশ নৈপুণ্য ও পরিবেশনের গুণে স্বতন্ত্র অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের উপন্যাস হয়েও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। নিত্যঘূর্ণায়মান সময়ের চাকা থেকে কিছুটা দূরবর্তী দূরের সার্বজনীন কিংবা ক্লাসিক মর্যাদার এ উপন্যাসটিকে পত্রিকার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে সম্পাদক তার সুরুচির পরিচয় এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত অথচ সৎ সাহিত্যের প্রতি যে কোন নবীন সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। লেখার শুরুতেই উষালোক পত্রিকাটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে মন্তব্য করেছি। গড়পড়তা প্রায় সব লিটলম্যাগই গৎবাঁধা গল্প, কবিতা, বই আলোচনা কদাচিৎ উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে উষালোকের স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা দেয়াটা আশা করি নিষ্প্রয়োজন। তবু বলতে হচ্ছে নির্দিষ্ট একজন লেখকের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো সাহিত্যকর্ম উষালোকের একেকটি সংখ্যার জন্যে নির্ধারিত হয়ে আসছে। প্রাসঙ্গিকভাবে মুহাম্মদ মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির কথা স্মরণযোগ্য। এছাড়া চলমান প্রায় প্রত্যেকটি লিটলম্যাগ গোষ্ঠীপ্রিয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ নিয়ে অনেকে বিতর্ক জমাতে পারেন। কিন্তু সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকাগুলোর দিকে তাকালে এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে মিলবে। উষালোক গোষ্ঠীপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক বৈচিত্র্যময় লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন মত ও পথের লেখকদের সমাবেশ ঘটিয়েছে। এটি সন্দেহিতভাবে সম্পাদকের উদারনৈতিক মানসিকতারই পরিচয় বহন করে।

ম্যাগটির সূচীপত্রের দিকে চোখ ফেললে দেখা যাবে সাম্প্রতিক আলোচনা পর্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে উপন্যাসটিকে নতুনভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস যে লেখকরা চালিয়েছেন তারা হলেন আবুল আহসান চৌধুরী, বেগম আকতার কামাল, বিশ্বজিত ঘোষ, আহমাদ মাযহার, গিয়াস শামীম, সরকার আবদুল মান্নান, মাসুদুল হক, মনি হায়দার, তপন বাগচী, জুনান নাশিত, বুলবুল আহমেদ, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। পূর্ববর্তী আলোচনা সমালোচনা নিয়ে যে সংকলন তাতে রয়েছেন ভীষ্মদেলন চৌধুরী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী। আরো রয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নিয়ে বাবলু ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য এবং পরিশিষ্ট অংশে ঔপন্যাসিকের জীবনপঞ্জি, তারাশংকর বিষয়ক গ্রন্থাবলি। স্পট লেমিনেশনের চমৎকার প্রচ্ছদে পত্রিকাটির ছাপা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। এটির মূল্য একশত টাকা।